Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 16-07-2026 17:30 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৩১ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১৬ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯৯ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

ইরানে শিশু ক্যানসার হাসপাতালে ভয়াবহ হামলা আমেরিকার! বিস্ফোরণ বন্দর শহরগুলিতে

রথের কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, নিম্নচাপ-মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলায় বিদ্ধ বঙ্গ!

আগামী সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং, পুজোর আগেই নিয়োগ!

# পুরীতে রথযাত্রায় হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট ১২০

## পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ প্রশাসনের

**নয়া জামানা ঃ** রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্র পুরীতে ফের সেই চেনা জনজোয়ার। নীলমাধবকে একঝলক দর্শনের আশায় দেশ-বিদেশ থেকে লাখো লাখো ভক্ত ভিড় জমিয়েছেন মন্দির চত্বরে। কিন্তু সেই উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যেই ঘটে গেল অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা। হুড়োহুড়ির চাপে পদপিষ্ট হয়ে আহত হয়েছেন প্রায় ১২০ জন পুণ্যার্থী। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, এই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে প্রশাসন।বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ছিল উপচে পড়া ভিড়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে তোলার সময় ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় ব্যাপক হুড়োহুড়ি। প্রবল গরমের কারণে বহু ভক্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা, অসুস্থদের অ্যাম্বুল্যান্সে করে পাঠানো হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে।ওড়িশার স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের বেশিরভাগই শ্বাসকষ্ট, ডিহাইড্রেশন এবং ভিড়ের চাপজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য তাঁদের পুরীর জেলা হাসপাতাল-সহ একাধিক মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক

চিকিৎসার পর কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকিদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।উল্লেখ্য, রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে আগেভাগেই সতর্ক ছিল ওড়িশা প্রশাসন। মন্দির চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছিল হাজার হাজার পুলিশকর্মী ও দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী। প্রস্তুত রাখা হয়েছিল দমকল ও চিকিৎসক দলও। জরুরি পরিস্থিতি সামলাতে আগে থেকেই তৈরি রাখা হয়েছিল বিশেষ উদ্ধারপথ। এত সতর্কতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়নি বিপত্তি।ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে ভক্তদের নির্ধারিত পথ ব্যবহার করে জগন্নাথ দর্শন এবং নিরাপত্তাকর্মীদের নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে। চলছে পুলিশের লাগাতার মাইকিং প্রচারও।

# রথের দিন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে মিড-ডে মিল প্রসঙ্গ!

## ইসকনের ভূমিকা নিতে ব্যাখ্যা শুভেন্দুর

**নয়া জামানা ঃ** রথযাত্রা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কলকাতার অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রাজ্যের অন্যতম আলোচিত প্রকল্প মিড-ডে মিল নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাধামাধবের বিগ্রহের সামনে আরতি করার পর তাঁর হাত দিয়েই এ বছরের ইসকনের রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সেই মঞ্চ থেকেই ইসকনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করার পাশাপাশি স্কুলের মিড-ডে মিল প্রকল্পে তাদের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তের সপক্ষে সওয়াল করেন তিনি।রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকার একাধিক নীতিগত পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত পদক্ষেপগুলির একটি হল সরকারি স্কুলের মিড-ডে মিল প্রকল্পের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়া। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ইসকনের খাদ্যতালিকায় ডিম না থাকায় স্কুলপড়ুয়াদের পুষ্টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের একাংশের দাবি, ডিম বাদ গেলে শিশুদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি কীভাবে নিশ্চিত করা হবে, সেই বিষয়ে সরকারের স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।এই বিতর্কের মধ্যেই রথযাত্রার অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ইসকন যৌথভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ শুরু করেছে। তাঁর বক্তব্য, দেশের একাধিক বড় শহরে ইসকন বহুদিন ধরেই এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ সফলভাবে পরিচালনা করছে, আর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পশ্চিমবঙ্গেও তারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্কুলের মিড-ডে মিল প্রকল্পের মূল লক্ষ্য শুধু খাবার দেওয়া নয়, শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করাও। তাঁর কথায়, ক্ষ্মএকটা ভাল, পুষ্টিকর আহার পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমাদের স্কুলগুলিতে যে ছাত্রছাত্রীরা মিড-ডে মিল গ্রহণ করে, তারা মূলত মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের সন্তান। সচ্ছল পরিবারের শিশুদের অধিকাংশই এই প্রকল্পের উপর নির্ভর করে না। তাই অপুষ্টি দূর করতে পুষ্টিকর খাবারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।ক্ষ্ম একইসঙ্গে তিনি জোর দেন পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ উপায়ে খাবার প্রস্তুত ও বিতরণের ওপর। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পে দুর্নীতির কোনও জায়গা থাকা উচিত নয়

এবং শিশুদের কাছে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পৌঁছে দেওয়াই সরকারের প্রধান দায়িত্ব।এই প্রসঙ্গেই পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন, গত কয়েক বছরে মিড-ডে মিল প্রকল্পকে ঘিরে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। তাঁর মতে, শিশুদের খাবার নিয়ে অনিয়ম কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ক্ষ্মগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে মিড-ডে মিল নিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিশুদের খাবার নিয়ে অনিয়ম করা পাপের সমান। আগামী দিনে ইসকন এই দায়িত্ব পালন করে আমাদের শিশুদের কাছে উন্নত মানের পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেবে। সেটাই আমাদের কর্তব্য। শুধু ইসকন নয়, ভবিষ্যতে সমাজসেবামূলক কাজে আরও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে পাশে নিয়ে এগোতে চায় রাজ্য সরকার বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসন শুধু সরকারি আধিকারিক বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সমাজকল্যাণমূলক কাজে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলা বিভিন্ন সংগঠনের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগানো হবে। তিনি বলেন, ক্ষ্মআমরা ইসকন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত অন্যান্য সংগঠনকে সঙ্গে নিয়েই বাংলার নবনির্মাণের পথে এগোতে চাই। সমাজের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ক্ষ্মরথযাত্রার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে একদিকে যেমন ইসকনের ভূমিকার প্রতি সরকারের আস্থার বার্তা স্পষ্ট হয়েছে, তেমনই মিড-ডে মিল প্রকল্পকে ঘিরে চলা বিতর্কের জবাবও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 16-07-2026 17:30 Page 2



# সংঘর্ষে মৃত্যুপুরী পাক অধিকৃত কাশ্মীর

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যখন পিওকে-র 'জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি' (জেএএসি)-কে একটি সশস্ত্র ও 'নিষিদ্ধ' সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে, তখনও বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি, রক্তপাত ও কঠোর দমন-পীড়ন উপেক্ষা করে সংগঠনটি তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার পাক বাহিনী ও পিওকে-র জনগণের মধ্যে সংঘর্ষে ১২ জন নিহত হওয়ার পর, বুধবার বিকেলে মুজাফফরাবাদে বড় ধরনের প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে।পাক অধিকৃত কাশ্মীরে-র শহরগুলো অবরুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। বিবিসি উর্দু জানিয়েছে যে, রাওয়ালাকোট শহরে সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দিয়ে কর্তৃপক্ষ সেখানে এক ধরণের অঘোষিত সংবাদ-নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

গত এক মাস ধরে বিক্ষোভে উত্তাল পিওকে বুধবারও চরম উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। রাওয়ালাকোট থেকে পিওকে-র প্রশাসনিক কেন্দ্র মুজাফফরাবাদ পর্যন্ত জেএএসি-র লং মার্চ শুরুর ঠিক আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার, সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন (যার মধ্যে দু'জন নিরাপত্তা কর্মীও রয়েছেন) নিহত হন। বিভিন্ন শহর ও জনপদে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জেএএসি নেতারা দাবি করেছেন যে, অন্তত ৪০,০০০ বিক্ষোভকারী মুজাফফরাবাদের উদ্দেশ্যে মিছিলে অংশ নেন।গত কয়েক বছরের মধ্যে অন্যতম বড় সরকারবিরোধী আন্দোলন চলছে পিওকে-তে। বিবিসি উর্দু জানিয়েছে, প্রতিবাদ মিছিল রুখতে কর্তৃপক্ষ অন্তত ৪,০০০ রেঞ্জার, পুলিশ এবং ফ্রন্টিয়ার কোর সদস্য মোতায়েন করেছে।১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অবৈধ দখলে যাওয়া এই ভূখণ্ডে চলমান অস্থিরতা পিওকে-তে শাসনব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভের তীব্রতাকেই নির্দেশ করছে। বহিরাগতদের জন্য সংরক্ষিত বিধানসভার আসন এবং বৈষম্যের অভিযোগের বিরুদ্ধে জেএএসি-র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এই বিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে এটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবিতে এক ব্যাপক সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিয়েছে।ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনিরের নেতৃত্বাধীন কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ,

কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে এর জবাব দিয়েছে। অন্যদিকে বিক্ষোভকারীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভিন্নমত দমনের অভিযোগ তুলেছে।বিক্ষোভ তীব্র হওয়ার পাশাপাশি, গত মাসেই জেএএসি নেতারা অভিযোগ করেছিলেন যে পাকিস্তানের 'হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা' কয়েক সপ্তাহ ধরে খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ আটকে রেখেছে। জেএএসি নেতারা ভারতের কাছে মানবিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন এবং সমর্থকদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে, আন্দোলনকারীদের 'লাইন অফ কন্ট্রোল'-এর দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত কি না।মঙ্গলবার ভারত জানিয়েছে যে, পিওকে-তে চলমান বিক্ষোভ পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের সেই কাঠামোগত শোষণ, মৌলিক অধিকার হরণ এবং প্রশাসনিক নিপীড়নক্ষ্ম-এরই প্রতিফলন, যা তারা ওই অঞ্চলগুলোতে ক্ষ্মঅবৈধ ও জোরপূর্বক দখলেরক্ষ্ম মাধ্যমে চালিয়ে আসছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বিক্ষোভকারীদের ওপর পাকিস্তানের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগও তুলেছেন এবং ক্ষ্মগুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপকর্মেরক্ষ্ম জন্য ইসলামাবাদকে জবাবদিহি করার আহ্বান জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চের কাছে।পিওকে-তে সংঘর্ষে ১২ জনের মৃত্যু, ৪ হাজার নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করেছে পাকিস্তান বিবিসি উর্দুর তথ্যমতে, মঙ্গলবার তথাকথিত ক্ষ্মপুঞ্চ ডিভিশন-এ দু'টি পৃথক সংঘর্ষে ১০ জন সাধারণ নাগরিক ও দু'জন নিরাপত্তা কর্মীসহ মোট ১২ জন নিহত হয়েছেন। কর্মকর্তারা সম্প্রচারমাধ্যমটিকে জানিয়েছেন যে, নিহতদের মধ্যে একজন রেঞ্জার্স সদস্য ও একজন পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন এবং বাকিরা স্থানীয় নাগরিক।বুধবার (পাকিস্তান সময়) দুপুর দু'টোয় রাওয়ালাকোট থেকে মুজাফফরাবাদ পর্যন্ত জেএএসি-র পূর্বনির্ধারিত লং মার্চ শুরুর ঠিক একদিন আগে এই হিংসার ঘটনাটি ঘটল। বিবিসি উর্দুর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মার্চে ক্ষ্মব্যাপক জনসমাগম হবেক্ষ্ম এমন প্রত্যাশায় কর্তৃপক্ষ পুরো পিওকে জুড়ে প্রায় ৪ হাজার রেঞ্জার্স, পুলিশ ও ফ্রন্টিয়ার কোর সদস্য মোতায়েন করেছে।কর্মকর্তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিক্ষোভকারীদের মুজাফফরাবাদের দিকে মার্চ করতে দেওয়া হবে না। মুনির-নেতৃত্বাধীন প্রশাসন যখন সম্ভাব্য সংঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন গুরুত্বপূর্ণ সব পথে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে এই সংঘর্ষগুলোকে ক্ষ্মসশস্ত্র জেএএসি কর্মীদেরক্ষ্ম হামলা হিসেবে অভিহিত করে আসছে।

# রথযাত্রায় পুরী গেলে অবশ্যই মেনে চলুন কয়েকটি সতর্কতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ** পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বিশ্বের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব। প্রতি বছর এই উৎসব দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভিড় করেন। তবে এবার রথযাত্রার আগে কোভিড-১৯ নিয়ে নতুন করে সতর্ক হয়েছে ওড়িশা সরকার। কারণ প্রতিবেশী অন্ধ্রপ্রদেশে সম্প্রতি কোভিডে দু'জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। সেই ঘটনার পরই কোনও রকম ঝুঁকি এড়াতে আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসন।ওড়িশার স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বর্তমানে রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। নতুন করে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। তবুও রথযাত্রার সময় বিপুল সংখ্যক মানুষ আসবে বলে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, দুই দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত ওষুধ, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। এছাড়া পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে, যাতে সংক্রমণ বাড়তে শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়।রথযাত্রায় যাঁরা পুরী যাচ্ছেন,

তাঁদেরও কিছু নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি কারও জ্বর, কাশি, সর্দি, গলা ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ থাকে, তাহলে ভিড়ের মধ্যে না যাওয়াই ভাল। প্রয়োজন হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং যাঁদের আগে থেকেই অন্য কোনও গুরুতর অসুখ রয়েছে, তাঁদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।ভিড়ের মধ্যে গেলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। বারবার হাত পরিষ্কার করুন এবং প্রয়োজন হলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়াতে হবে। শরীর খারাপ লাগলে তা লুকিয়ে না রেখে দ্রুত চিকিৎসা করানোই সবচেয়ে নিরাপদ।শুধু স্বাস্থ্য নয়, রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুরী শহরে নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই, লক্ষ লক্ষ ভক্ত যাতে নিরাপদে রথযাত্রা উপভোগ করতে পারেন।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে সতর্ক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে যাঁরা রথযাত্রায় যাচ্ছেন, তাঁরা নিজের প্রয়োজনীয় ওষুধ, পানীয় জল এবং মাস্ক সঙ্গে রাখুন। সামান্য কিছু সতর্কতা মেনে চললেই নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব।

# মহাকাশে মিলল চিনি!

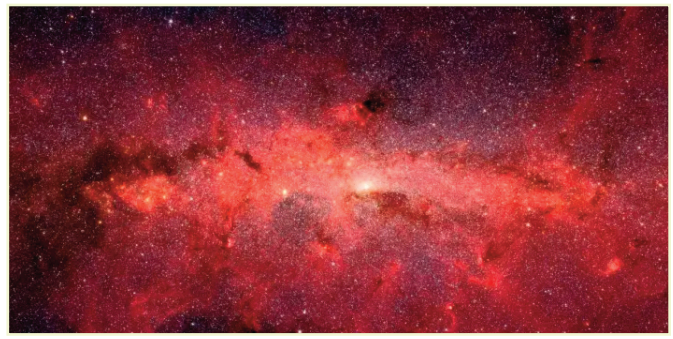

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মহাকাশের গভীরে এমন এক আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা, যা জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে নতুন দিশা দেখাতে পারে। গবেষণায় প্রথমবার আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে 'এরিথ্রুলোজ' নামে এক ধরনের চিনির অণুর সন্ধান মিলেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি এবং মহাবিশ্বের অন্য কোথাও জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এরিথ্রুলোজ একটি চার-কার্বনযুক্ত সরল শর্করা।

এটি সরাসরি জীবনের জন্য অপরিহার্য নয়। কিন্তু এই অণুকে এমন কিছু জৈব অণুতে রূপান্তরিত হতে পারে, যা পৃথিবীতে প্রাণের সূচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ, জীবনের মৌলিক উপাদানগুলির একটি অংশ হয়তো মহাকাশেই তৈরি হয়েছিল। এর আগেও উল্কাপিণ্ড এবং গ্রহাণুর নমুনায় রাইবোজ ও গ্লুকোজের মতো শর্করার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তবে আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যে এই ধরনের প্রকৃত চিনির অণু শনাক্ত হওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে এক নতুন মাইলফলক।এই চিনির অণুটি মিল্কিওয়ে ছায়াপথের কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত জি প্লাস ০.৬৯৩-০.০২৭ নামে একটি বিশাল গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘে শনাক্ত করা হয়েছে।

গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে নেচার অ্যাস্ট্রোনমি নামক পত্রিকায়।গবেষকদের ধারণা, কোটি কোটি বছর আগে ধূমকেতু বা গ্রহাণুর মাধ্যমে এই ধরনের জৈব অণু পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারে। সেই উপাদানগুলিই পরবর্তীকালে প্রাণের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। ফলে মহাবিশ্বের অন্য গ্রহেও যদি একই ধরনের রাসায়নিক পরিবেশ থাকে, তবে সেখানে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।এই আবিষ্কার ভিনগ্রহের প্রাণের অস্তিত্বের সরাসরি প্রমাণ নয়।

তবে এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান মহাবিশ্বে আগের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত হতে পারে। বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য এখন আরও জটিল জৈব অণুর সন্ধান করা, যাতে প্রাণের উৎপত্তির রহস্য আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 16-07-2026 17:30 Page 3



# ঐতিহ্যের টানে রানীগঞ্জের পিতলের রথযাত্রায় জনসমুদ্র

**সীতারাম মুখোপাধ্যায়, নয়া জামানা, আসানসোল ঃ** ১৯২৫ সালের আগে পর্যন্ত পুরীর জগন্নাথ দেবের রথের আদলে কাঠের রথ, পুরনো রাজবাড়ী থেকে নতুন রাজবাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হত, পরে সেই রথ উৎসব শেষে রাজ পরিবারের একটি হল ঘরে রাখা হত। পরবর্তীতে সিয়ারশোল রাজ পরিবারের সেই রথ, কোন কারণে আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ায়, তারপরই সিয়ারসোলের রাজ পরিবারের সদস্য প্রমথনাথ মালিয়া, কলকাতার চিৎপুরের, প্রসাদ চন্দ্র দাস কে দিয়ে পেতলের রথ তৈরি করান। যে রথের চারপাশে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন দেবী, দেবতার, লীলার বিষয়, তথা কৃষ্ণ লীলার, নানান কাহিনী, মূর্তির আদলে তুলে ধরে, তা রথের স্থাপন করা হয়। তবে এই রথে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার সাথে চূড়ায় অধিষ্ঠিত হন, রাজ পরিবারের কুলো দেবতা, দামোদর চন্দ্র জিউ।আগে এই রথ পুরনো রাজবাড়ি থেকে নতুন রাজবাড়ি নিয়ে আসা হলেও, বিগত কয়েক বছর ধরে সুবিশাল এই রথটিকে, নতুন রাজবাড়ী থেকে পুরনো রাজবাড়ী নিয়ে আসার চল শুরু হয়েছে। মূলত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, ও রথের মধ্যে থাকা মূল্যবান মূর্তি যাতে কেউ চুরি করে না নিয়ে যায়, সেই

বিষয়টি নজরে রেখে, বছর ভর খোলা আকাশের নিচে নতুন রাজবাড়ীর সামনে, কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয় রথটি। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সময় কাল থেকেই এখানেও এই রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। আর এই রথযাত্রা উৎসবকে ঘিরে বসে মেলা, যেখানে প্রাচীন সময়ের চাষ আবাদের জন্য প্রয়োজনের যে সকল সামগ্রী থাকতো, সে সকল সামগ্রী, প্রতিবছর নিয়ম করে এই রথের মেলায় পসরা নিয়ে হাজির হয়। আর তার সাথে বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে, মহিলাদের বিভিন্ন প্রসাধনের ও সাজগোজের সামগ্রী, সহ বিভিন্ন গাছের চারা ও আচারের দোকান নজর কাড়ে এই মেলায়।আর এ সকলের সাথে নাগরদোলা সহ নানাবিধ খাবার দোকানের স্টল, ভোজন রসিকদের আকর্ষিত করে মেলায়। জানা গেছে আট দিন ধরে চলবে এই মেলা। এবারও এই রথের মেলা কে কেন্দ্র করে ভক্তের ঢল ছিল চোখে পড়ার মত। এদিন হাজারো হাজার ভক্ত রথের দড়ি টেনে, দীর্ঘ পথ পেতলের রথ কে নিয়ে গিয়েছে সকলে। আর এ সকল বিষয়কেই লক্ষ্য রাখ তে পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও লক্ষ্য করা গেছে মেলা প্রাঙ্গণে। এবারও রথের মেলায় রথের দড়ি টানতে পেরে স্বভাবতই খুশি ভক্তরা।পিতলের রথে এবারও হাজারো ভক্ত দড়িতে টান দিয়ে নতুন রাজবাড়ী থেকে রথ কে নিয়ে গেল পুরনো রাজবাড়িতে, আর এই রথ টানা কে ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। জানা গেছে, রাণীগঞ্জের দীর্ঘ প্রাচীন এই পিতলের রথের মেলা দেখতে, দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষজনের সমাগম ঘটে এই মেলায়। এই রথের মেলা প্রসঙ্গে জানা যায়, পিতলের এই রথ এবার ৯৯ তম বছরে পড়ল। প্রাচীনকালে সিয়ারশোল রাজ পরিবারের এই রথ নিয়ে যেসব কথা উঠে আসে, তা অনেকটাই এরকম।

# পরকীয়ার তছনছ সংসার, মা বাবাকে হারিয়ে অনাথ কিশোর

**বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ** মাত্র ১৫ বছর বয়স। এই বয়সে একজন কিশোরের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা, বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-আড্ডা আর বাবা-মায়ের স্নেহে বড় হয়ে ওঠার। কিন্তু সেই সব স্বপ্ন এক মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বিরাজ রায়ের। একদিনের ব্যবধানে সে হারাল তার মা ও বাবাকে। গতকাল উদ্ধার হয়েছিল মায়ের মৃতদেহ, আর আজ মিলল বাবার নিথর দেহ। একমাত্র সন্তান বিরাজ এখ ন বুঝতেই পারছে না,

তার জীবনের পথ কোন দিকে এগোবে। যে ছেলেটি গতকাল সকাল পর্যন্ত বাবা-মায়ের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছিল, সন্ধ্যা নামতেই তার জীবনে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। একটি হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ মুহূর্তের মধ্যে বদলে দেয় তার পুরো জীবন। সেই বার্তায় বাবা বিমল রায় নিজের স্ত্রীকে খুন করার কথা স্বীকার করেছিলেন বলে পরিবারের দাবি। এরপরই তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের দুরামারি এলাকার মরাঘাট জঙ্গলের মধুবনী-৩ নম্বর সেকশনে। প্রথমে উদ্ধার হয় চুমকি রায়ের মৃতদেহ। পরে দীর্ঘ তল্লাশির পর উদ্ধার হয় তাঁর স্বামী বিমল রায়ের দেহও। বর্তমানে গোটা ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুরামারির রাঙাতি এলাকার বাসিন্দা বিমল রায় পেশায় একটি ব্যাটারির দোকান চালাতেন। স্ত্রী চুমকি রায় এবং একমাত্র ছেলে বিরাজকে নিয়ে ছিল তাঁদের ছোট্ট সুখের সংসার। কিন্তু সেই সংসারে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তির আগুন জ্বলছিল। পরিবারের দাবি, স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কের সন্দেহকে কেন্দ্র করে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। স্থানীয়দের অভিযোগ আরও গুরুতর। তাঁদের দাবি, বিমল রায়ের নিজের ভাইয়ের সঙ্গেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চুমকি রায়ের সম্পর্ক ছিল। এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার গ্রামে সালিশি সভাও বসেছিল। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রতন রায় জানান, বহুবার বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বেড়েছে। বুধবার সকালে চুমকি রায় ও বিমল রায়কে একসঙ্গে মরাঘাট জঙ্গলের নোনাই পার এলাকা পেরিয়ে খ ট্টিমারি বনাঞ্চলের দিকে যেতে দেখেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই সময় দু'জনের মধ্যে বচসাও হয়েছিল। এরপর থেকেই তাঁদের আর দেখা যায়নি। পরিবারের সদস্যরা জানান, কিছুক্ষণ পর বিরাজের কাছে বাবার একটি হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ আসে। সেই বার্তায় বিমল রায় নাকি বলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন। এরপরই ফোন বন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে পরিবার। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। দিনভর তল্লাশির পর বুধবার সন্ধ্যায় মরাঘাট রেঞ্জের মধুবনী-৩ নম্বর সেকশন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় চুমকি রায়ের মৃতদেহ। ঘটনাস্থল থেকে একটি ছোট ছুরি উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের সন্দেহ, ওই ধারালো অস্ত্র দিয়েই চুমকি রায়কে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে। চুমকির মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন বিমল রায়। গোটা জঙ্গলজুড়ে শুরু হয় জোরদার তল্লাশি। স্থানীয়দের একাংশের ধারণা ছিল, স্ত্রীকে হত্যার পর তিনি হয়তো আত্মহত্যা করেছেন। শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্যি হয়। বৃহস্পতিবার জঙ্গল থেকেই উদ্ধার হয় প্রায় ৪৫ বছর বয়সি বিমল রায়ের মৃতদেহ। চুমকি রায়ের বয়স ছিল প্রায় ৩৮ বছর। একদিনের ব্যবধানে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় কার্যত ভেঙে পড়েছে দুই পরিবারই। তবে সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় রয়েছে তাঁদের একমাত্র ছেলে বিরাজ। মা-বাবার নিথর দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

# চাকরির নামে ৮ লক্ষ প্রতারণা, প্রাক্তন সভাধিপতি পুষ্পিতা রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

**প্রদীপ কুন্ডু,নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ** রাজ্যে পরিবর্তনের পর এবার প্রকাশ্যে আসলো চাঞ্চল্যকর তথ্য। সরকারি স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া-র বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পুষ্পিতা-সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক তরুণ, দেবাশিস বর্মন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুধবার পুষ্পিতার ঘনিষ্ঠ তুফানগঞ্জ শহরের বাসিন্দা সুবোধ থাপা-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।ধৃত সুবোধ থাপাকে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, সুবোধকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চাকরি প্রতারণা চক্র সম্পর্কে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে। পাশাপাশি মামলার বাকি অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু হয়েছে।অভিযোগকারী দেবাশিস বর্মনের দাবি, সরকারি স্কুলে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধাপে ধাপে তাঁর কাছ থেকে মোট আট লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, প্রথমে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ এবং পরে সুবোধ থাপার নামে আড়াই লক্ষ টাকার একটি চেক দেওয়া হয়। পরিবর্তে তাঁকে একটি ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। পরে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে টাকা ফেরত চাইলে অভিযুক্তরা টালবাহানা শুরু করেন।দেবাশিস আরও অভিযোগ করেন, এই ঘটনার আর্থিক ও মানসিক অভিঘাতে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তিনি বলেন, টাকার শোকে আমার বাবার মৃত্যু হয়। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য টাকা চাইতে গেলে বছরখ ানেক আগে পুষ্পিতা আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে মিথ্যে অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দেন। এরপরই আমি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিই।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারণার টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে মূলত সুবোধ থাপার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হত। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ওই অ্যাকাউন্টকে কেন্দ্র করেই প্রতারণার আর্থিক লেনদেন পরিচালিত হত।এই মামলায় পুষ্পিতা রায় ডাকুয়ার পাশাপাশি তাঁর স্বামী নরেন ডাকুয়া, ছেলে ধ্রুব ডাকুয়া, মেয়ে মনোরমা ডাকুয়া, জামাই তথা স্কুল শিক্ষক গুরুদাস মণ্ডল, সুবোধ থাপা এবং দিবাকর ডাকুয়ার নামেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।উল্লেখ্য, প্রায় ১২ বছর আগে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি থাকাকালীন সময়েও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে পুষ্পিতা রায় ডাকুয়ার নাম সামনে এসেছিল। সে সময়ও চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে কয়েক লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ ছিল, টাকা ফেরত চাইতে গেলে দেবাশিস বর্মনকে বাড়িতে ডেকে মারধর করা হয়। দেবাশিসের দাবি, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তিনি তখন অভিযোগ জানাতে পারেননি।

# সিউড়িতে জনতার দরবারে মন্ত্রী জগন্নাথ, সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনে সমাধানের আশ্বাস

**নয়া জামানা, বীরভূম ঃ** সাধারণ মানুষের সমস্যা সরাসরি শুনে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিতে সিউড়ি টাউন কার্যালয়ে শনিবার জনতার দরবারের আয়োজন করেন সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সকাল থেকেই সিউড়ি শহর ও বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানাতে সেখানে উপস্থিত হন।

জনতার দরবার শুরু হওয়ার আগে আগতদের নাম এবং তাঁদের সমস্যার বিষয় নথিভুক্ত করা হয়। এরপর একে একে প্রত্যেক আবেদনকারীর সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে শুরু করে রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকারি পরিষেবা-সহ বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক বিষয় তাঁর সামনে তুলে ধরেন সাধারণ মানুষ। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় মনোযোগ সহকারে সকলের বক্তব্য শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে সমস্যাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।মন্ত্রীকে সরাসরি নিজের সমস্যার কথা জানানোর সুযোগ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন উপস্থিত মানুষজন। তাঁদের বক্তব্য, জনপ্রতিনিধির কাছে সরাসরি পৌঁছে নিজেদের দাবি ও অভিযোগ জানাতে পারা একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। অনেকেই আশা প্রকাশ করেন, দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।

এদিন মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ক্ষুদ্রমানুষের পাশে থাকা এবং তাঁদের সমস্যার কথা সরাসরি শোনা একজন জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব। সেই লক্ষ্যেই নিয়মিত জনতার দরবারের আয়োজন করা হচ্ছে, যাতে মানুষের সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে প্রশাসনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1  16-07-2026  17:30  Page 4



# মেলার বাঁধনে বাঁধা

# বাংলার মাটি

মেলা' বড়ো মায়াময় এক শব্দ। উৎসব, আনন্দ, হুল্লোড় পেরিয়ে মেলা হয়ে ওঠে লোক সংস্কৃতির জীবন্ত দলিল। নাগরদোলা, তেলেভাজার দোকান, জিলিপি-গজা-নিমকি-মালপোয়ার ভিয়েন, সারি দিয়ে সাজানো ঢাকাই পরোটা, বেলুনওয়ালা, মনোহারী থেকে রকমারি দোকান, হরেক মালের দোকানিদের হাঁক, মাঝে বাঁধা ছোট্ট মঞ্চ, সেখানে কেউ পড়ছে কবিতা, একদল 'মম চিত্তে' বা 'আয় তবে সহচরী'-তে পা মেলাচ্ছে, মেলা বলতেই ভেসে ওঠে এ ছবি।জয়দেব-কেঁদুলি বা শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা ছাড়াও গ্রাম বাংলার নানা প্রান্তে আয়োজিত হয় অজস্র লোকমেলা। হয়তো কোনও না কোনও ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরেই জন্ম হয়েছিল সেসব মেলার কিন্তু সময়ের সরণি বেয়ে, সেই মেলাগুলো পরিণত হয়েছে লৌকিক উৎসবে। হয়ে উঠেছে স্থানীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারক, বাহক। উত্তর ২৪ পরগনার বাণীপুর লোক উৎসব আয়তনে বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা। উদ্বাস্তু অধ্যুষিত হাবড়া-অশোকনগর ঘেঁষা জনপদ বাণীপুর। মেলার বয়স সত্তর বছর। ১৯৫৬ সালের ২৮ মার্চ লোক উৎসব শুরু হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় লোক উৎসব আয়োজিত হয়েছে। বিশেষ কারণে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত উৎসব বন্ধ ছিল। ১৯৮৬ সাল থেকে এলাকাবাসীর উদ্যোগে ফের শুরু হয়, যা এখনও চলছে। বিভিন্ন পসরা, বিকিনিনি ছাড়াও মেলার আকর্ষণ নানা প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক উৎসব, হস্তশিল্পের সম্ভার, ছৌ নাচ, ঝুমুর, রায়বেঁশে, নাটুয়া, পুতুল নাচ, লেটো, পালাগান, কবিগান, বাউল গান, যাত্রার আসর। মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে তৈরি করা হয় সাত-আটটি মঞ্চ। লোক সংস্কৃতির উদযাপনই এ মেলার প্রধান উপজীব্য।জমিদার, রাজা-মহারাজা, ভূ-স্বামীরাও বহুক্ষেত্রে মেলার সূচনা করেছেন। আপাতভাবে সেগুলোর জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যে মনে হলেও, আড়ালে ছিল অন্য কারণ। যেমন, গোবরডাঙার গোষ্ঠবিহার মশলা মেলা। মেলার বয়স দু'শো বছরের বেশি, প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে এই মেলা বসে। মনে হতে পারে, নতুন বছর উপলক্ষ্যে মেলা। আদতে এটি ছিল খাজনা আদায়ের কৌশল।জমিদার, রাজা-মহারাজা, ভূ-স্বামীরাও বহুক্ষেত্রে মেলার সূচনা করেছেন। আপাতভাবে সেগুলোর জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যে মনে হলেও, আড়ালে ছিল অন্য কারণ। যেমন, গোবরডাঙার গোষ্ঠবিহার মশলা মেলা। মেলার বয়স দু'শো বছরের বেশি, প্রতি বছর পয়লা বৈশাখে এই মেলা বসে। মনে হতে পারে, নতুন বছর উপলক্ষ্যে মেলা।

আদতে এটি ছিল খাজনা আদায়ের কৌশল। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে কৃষকরা জমির উৎপাদিত ফসল মেলায় এসে বিক্রি করে জমিদারের খাজনা মিটিয়ে যাবেন, এ উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল মেলা। জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত এখন। তবুও মেলা চলছে। নিয়েছে উৎসবের চেহারা। জেলার সোদপুর ও আগরপাড়া অঞ্চলে আরও দুটি প্রাচীন মেলা বসে। সোদপুরে জৈষ্ঠে আয়োজিত হয় দণ্ডমহোৎসব। পাঁচশো বছরের অধিক প্রাচীন এই বৈষ্ণব উৎসব দই-চিঁড়ের মেলা নামে পরিচিতি। ভক্ত, ভক্তি আর ভগবান পেরিয়ে পানিহাটির ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে উঠেছে চিঁড়ের মেলা। মাঘ মাসে আগরপাড়ায় পীরের মেলা বসে একটি মাজারকে কেন্দ্র করে। মেলার বয়স দু'শোর বেশি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের মথুরাপুরে এক অদ্ভুত মেলা আয়োজিত হয়। নাম 'ভাঙা মেলা'। এই মেলায় শুধুমাত্র ব্যবহৃত, পুরনো, ফেলে দেওয়া জিনিসের কেনাবেচা হয়। একজনের অকেজো জিনিস কিনে নিয়ে যান আর একজন। এই মেলাটিও বৈষ্ণব সংস্কৃতির ফসল। শোনা যায়, উড়িষ্যা যাওয়ার পথে চৈতন্য মহাপ্রভু মকর সংক্রান্তির দিন একবার মথুরাপুরে রাত কাটান। তখন থেকে মেলার প্রচলন। পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে প্রতি বছর এক মাস ধরে মেলা চলে। দুই ২৪ পরগনার প্রান্তিক এলাকা যেমন মিনাখাঁ, সুন্দরবন, জয়নগর ইত্যাদি অঞ্চলে ভাদ্রর শেষে বাইচ প্রতিযোগিতা হয়। ধান রোপনের পর গ্রামের কৃষিজীবীদের অবসরের সময়ে আয়োজিত বাইচ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। নদিয়া জেলার কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় দোলপূর্ণিমার সময় সতী মায়ের মেলা বসে। জনশ্রুতি আছে, আউলিয়া সম্প্রদায়ের সতীমা অর্থাৎ সরস্বতী দেবী এই মেলা শুরু করেছিলেন। মেলার বয়স দু'শো বছরের বেশি। মেলায় আউল, বাউল, ফকির, সন্ন্যাসীদের ভিড় উপচে পড়ে। চলে ভাবের গান। ধর্ম-ভাবনা পেরিয়ে এই মেলা হয়ে উঠেছে সর্বজনের উৎসব। বড়োদিন উপলক্ষ্যে নদিয়া জেলার চাপড়ায় বসে সাতদিনের বড়োদিনের মেলা। চাপড়ার খ্রিস্ট মেলার বয়স শতবর্ষ অতিক্রান্ত। শোনা যায়, অবিভক্ত বাংলার রতনপুরে এই মেলার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে চাপড়ায় চলে আসে সেই মেলা। প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই মেলা বাঙালির এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। দু'শো বছরের বেশি সময় ধরে নদীয়া জেলার তেহট্টের পাথরঘাটা এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে চাচা ফকিরের মেলা চলছে। একদা দুই বাংলার মানুষ এই মেলায় অংশ নিতেন। জনশ্রুতি অনুসারে, সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে বাস করতেন চাচা-ফকির। এখন সেখানে আছে চাচা-ফকিরের দরগা। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের দু'তারিখ থেকে ৪ তারিখ পর্যন্ত এই মেলা চলে। প্রথম দিন সাধুসন্ত, ফকিররা মেলায় অংশগ্রহণ করেন। বাকি দু'দিন এলাকার সব ধর্মের মানুষ মেলায় জড়ো হন। মাঘের পয়লায় হুগলির আদিসপ্তগ্রামের কাছে কৃষ্ণপুর বা কেষ্টপুর গ্রামে মাছের মেলা বসে। মেলার বয়স পাঁচশো বছরের বেশি। মাছের মেলা উত্তরায়ণ মেলা নামেও পরিচিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন, আসেন মাছ ব্যবসায়ীরা। পুঁটি থেকে বোয়াল, রুই-কাতলা! মেলায় বিক্রি হয় ভেটকি, পমফ্রেট, চিতল, শংকর, চিংড়ি-সহ নানা ধরণের মাছ। মাছ কিনে, মজে যাওয়া সরস্বতীর তীরে মাছ ভাজা খেয়ে পিকনিক পর্যন্ত হয়। পেল্লায় সাইজের মাছ আনেন বিক্রেতারা। তা দেখতে ভিড় জমে। অন্যদিকে, শ্রীপাটে চলে নাম-গান, মহোৎসব।হাওড়ার উদয়নায়ারণপুরের সিংটি গ্রামের মেলার অন্যতম আকর্ষণ আলুর দম। প্রতি বছর মাঘ মাসের প্রথম দিন বসে খাঁ পীরের মেলা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন, মাঠে বসে মুড়ি আলুর দম খান। আলুর দম বিক্রি হয় কেজি দরে। শীতকালে হাওড়া, হুগলির নানা প্রান্তে আলুর দমের মেলা বসে। খাঁ পীরের মেলায় কাঁকড়াও বিক্রি হয়। সিংটি গ্রামে আসা মুসলমান পীর 'ভাই খাঁ' নামেই একদিনের মেলা বসে। উত্তরবঙ্গের চারু শেঠের মেলার জন্ম স্থানীয়দের উপার্জনের উপায় খুঁজতে। স্থানীয় মানুষদের বানানো কাঠের জিনিস বিক্রির জন্য আড়াইশো বছর আগে পুরাতন মালদহের ঐতিহ্যবাহী চারু শেঠের মেলা শুরু হয়েছিল। স্থানীয়রা নিজের হাতে বানানো কাঠের হাতা, খুন্তি, ডালের কাঁটা, বটি, বেলন-চাকি, কাঠের পিঁড়ি নিয়ে মেলায় আসেন, বেচেন। মালদহের ধাওয়াইল গ্রামে বসে কংসব্রতর মেলা। গ্রামের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন এক বটগাছ। বটের নীচে 'কংসের বেদী'র উপরে থাকে কষ্টিপাথরের কংস মূর্তি। কথিত আছে, এই গ্রামে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে ফি বছর কংসব্রত উৎসব ও মেলা আয়োজিত হয়। মেলার বয়স পাঁচশো বছরের বেশি। মাঘী পূর্ণিমার দিন কংস মূর্তির পুজো হয়, পাশাপাশি আগুন পুজোও হয়। তাই এই মেলাকে আগুনের মেলাও বলা হয়। দিন পনেরো জুড়ে মেলা চলে। ১৯০৯ সালে ইসলামপুরে জমিদার ইউসুফ চৌধুরী উর্স মেলার সূচনা করেন। ১৯৬০ পীর ফজলে রব্বির স্মরণে এই মেলার নামকরণ হয় উর্স মেলা। মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে পীর রব্বির মাজার। সব ধর্মের মানুষ আসেন মাজারে। মেলায় জলসায় কাওয়ালি গান পরিবেশিত হয়। মেলার অন্যতম আকর্ষণ উটের পসরা। আগে হাতি-ঘোড়াও এখানে বিক্রি হত। পুরাতন মালদহের মোকাতিপুর কলোনির জুয়ার মেলা খুব বিখ্যাত। অগ্রহায়ণে মুলো ষষ্ঠী তিথিতে এই জুয়া বা শেউড়ির মেলা বসে। রায়গঞ্জের ছোট পারুয়া মিশনে বড়দিনের মেলা বসে। জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর শিব চতুর্দশীর মেলা বসে। এটিই উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ মেলা। লোকগানের আসর মেলার বিশেষ আকর্ষণ।দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের মথুরাপুরে এক অদ্ভুত মেলা আয়োজিত হয়। নাম 'ভাঙা মেলা'। এই মেলায় শুধুমাত্র ব্যবহৃত, পুরনো, ফেলে দেওয়া জিনিসের কেনাবেচা হয়। একজনের অকেজো জিনিস কিনে নিয়ে যান আর একজন। এই মেলাটিও বৈষ্ণব সংস্কৃতির ফসল। শোনা যায়, উড়িষ্যা যাওয়ার পথে চৈতন্য মহাপ্রভু মকর সংক্রান্তির দিন একবার মথুরাপুরে রাত কাটান। তখন থেকে মেলার প্রচলন।উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার দলুয়া মেলার বয়স ১৪০ বছর। জনৈক পাহাড় সিংহ নামে এক সন্ন্যাসী দলুয়া এলাকায় ডাউক নদীর ধারে একটি শিব মন্দিরের স্থাপন করেন। মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য স্নানকে ঘিরে মেলা বসে। সেই মেলাই দলুয়া মেলা বলে পরিচিত। এক মাস ধরে মেলা চলাকালীন চোপড়ার হাটের দিন হাট চত্বরে হাট বসে না। মেলাতে বসে হাটের দোকান। মেলায় পাওয়া যায় রকমারি মাছ। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সমবেত হন মেলায়।বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ার সুপ্রাচীন মুড়ি মেলা ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। প্রতি বছর মাঘের ৪ তারিখ, দ্বারকেশ্বর নদের চরে মুড়ির মেলা বসে। চপ, আলু সেদ্ধ, ছোলা, মটর, চানাচুর ইত্যাদি দিয়ে মুড়ি মেখে, দ্বারকেশ্বরের তটে বসে খান মানুষজন। ফি বছর মাঘ মাসের প্রথম দিন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ ব্লকের বেড়ো গ্রামে লৌকিক দেবী খেলাই চণ্ডীর মেলা বসে।

কথিত আছে, এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন পঞ্চকোট বংশের রাজারা। তাঁরা কেশবরাও জিউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর খেলাই চণ্ডীর মেলা শুরু হয়। মাঘের প্রথম দিনে খেলাই চণ্ডীর মন্দিরের সামনে হাট বসত। সেই হাটই পরে মেলার চেহারা নিয়েছে। মানভূমে কংসাবতী নদীর তীরে বুধপুর গ্রামে মাকুড়ি মেলা বসছে কয়েক শতাব্দী ধরে। সরস্বতী পুজোর একদিন পরে নদীর চড়ে মেলা বসে। মেলার মেয়াদ একদিন, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। পুরুলিয়ার দেউলঘাটা মেলা, ঘণ্ডার মেলাগুলো আজ লোকমেলার চেহারা নিয়েছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।